প্রথম অধ্যায়

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী

এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মীমাংসা করেছেন যে, ভগবান সকলের পরমাত্মা, সুহৃদ এবং রক্ষাকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কেন দেবরাজ ইন্দ্রের হিতার্থে দৈত্যদের বধ করেছিলেন। তাঁর এই বর্ণনায়, অজ্ঞ লোকেরা যে এই প্রকার দৈত্যবধাদি কার্যে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করে, তা খণ্ডন করা হয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রমাণ করেছেন যে, বদ্ধ জীবের দেহ প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা কলুষিত বলে শত্রু-মিত্র, রাগ, দ্বেষ আদি দ্বৈতভাবের উদয় হয়। ভগবানের মধ্যে এই প্রকার দ্বৈতভাব নেই। এমন কি অনন্তকালও ভগবানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অনন্তকাল ভগবানেরই সৃষ্টি, এবং তাই তা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বহিরঙ্গা মায়ার ত্রিগুণ থেকেই এই সৃষ্টি-সংহার আদি কার্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবান প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত। আর তাই যে সমস্ত দৈত্যেরা ভগবানের হাতে নিহত হয়, তারা মুক্তি লাভ করে।

পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শিশুপাল তার শৈশব থেকেই কৃষ্ণদ্বেষী ও কৃষ্ণনিন্দুক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর হস্তে নিহত হয়ে কিভাবে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল ভক্তের চরণে অপরাধ করার ফলে, সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জয় ও বিজয় কর্মবশে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করলেও, সর্বদা ভগবানের চিন্তা করার ফলে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। এইভাবে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ভগবানের চিন্তা করার ফলেও মুক্তি লাভ হয়। অতএব যে সমস্ত ভক্তেরা শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত তাদের আর কি কথা?

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **সমঃ**—সমদর্শী; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী); **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের প্রতি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **অর্থে**—হিতার্থে; **কথম্**—কিভাবে; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **বিষমঃ**—পক্ষপাত; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের প্রতি সমদর্শী, সুহৃদ্ এবং পরম প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কেন দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য অসমদর্শীর মতো ইন্দ্রশত্রু দৈত্যদের বধ করেছিলেন? সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি কিভাবে কারও প্রতি পক্ষপাত এবং অন্য কারও প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করতে পারেন?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*—"আমি সকলের প্রতি সমদর্শী। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং কেউই আমার শত্রু নয়।" কিন্তু পূর্ববর্তী স্কন্ধে আমরা দেখেছি যে, ভগবান ইন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করে দৈত্যদের সংহার করেছিলেন (*হতপুত্রা দিতিঃ শক্র-পার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা*)। অতএব, সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। আত্মা সকলেরই পরম প্রিয়, তেমনই পরমাত্মাও সকলের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব পরমাত্মার পক্ষে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ সম্ভব নয়। জীবের রূপ এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভগবান অত্যন্ত কৃপালু, তবুও একজন সাধারণ বন্ধুর মতো তিনি ইন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সেটিই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পক্ষপাতরূপ দোষ থাকতে পারে না, কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের শত্রুরূপে আচরণ করেছিলেন, তখন তাঁর

মনে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। তাই সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্য তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন।

ভক্ত কখনও স্বীকার করতে পারে না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রাকৃত গুণ-সমন্বিত। মহারাজ পরীক্ষিৎ খুব ভালভাবেই জানতেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু জড় জগতের অতীত হওয়ার ফলে, প্রাকৃত গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো একজন মহাজনের কাছে তা শুনতে চেয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সমস্য কথং বৈষম্যম্*—ভগবান যেহেতু সকলের প্রতিই সমদর্শী, তাই তিনি কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন? *প্রিয়স্য কথং অসুরেষু প্রীত্যভাবঃ*। ভগবান অন্তর্যামী, তাই তিনি সকলের অত্যন্ত প্রিয়, তাই কিভাবে তাঁর পক্ষে অসুরদের প্রতি প্রতিকূল ভাব প্রদর্শন করা সম্ভব? তা পক্ষপাতহীন কি করে হয়? *সুহৃদশ্চ কথং তেষ্বসৌহার্দম*। ভগবান যেহেতু বলেছেন তিনি *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* অর্থাৎ সমস্ত জীবের সুহৃদ, অতএব দৈত্য সংহাররূপ পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ তিনি করেন কি করে? পরীক্ষিৎ মহারাজের হৃদয়ে এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উদয় হয়েছিল, এবং তাই তিনি শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ২

ন হ্যস্যার্থঃ সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ ।
নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্য হি ॥ ২ ॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অস্য**—তাঁর; **অর্থঃ**—স্বার্থ; **সুরগণৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **নিঃশ্রেয়স**—পরম আনন্দ; **আত্মনঃ**—আত্মস্বরূপ; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অসুরেভ্যঃ**—অসুরদের জন্য; **বিদ্বেষঃ**—দ্বেষ; **ন**—না; **উদ্বেগঃ**—ভয়; **চ**—এবং; **অগুণস্য**—মায়িক গুণরহিত; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ পরমানন্দ আত্মস্বরূপ। অতএব দেবতাদের পক্ষপাতিত্ব করে তাঁর কি লাভ? তার ফলে তাঁর কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হবে? ভগবান যেহেতু নির্গুণ, তাই অসুরদের কাছ থেকে তাঁর ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? অতএব অসুরদের প্রতি তিনি বিদ্বেষ-পরায়ণ হলেন কেন?

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় পরা প্রকৃতি এবং জড়া প্রকৃতির পার্থক্য স্মরণ রাখা উচিত। জড়া প্রকৃতি জড় গুণের দ্বারা দূষিত, কিন্তু এই সমস্ত গুণগুলি পরা প্রকৃতিকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব, তিনি জড় জগতেই থাকুন অথবা চিৎ-জগতেই থাকুন, তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরতত্ত্ব। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দর্শন করি, সেই দর্শন মায়িক। তা না হলে তাঁর হস্তে নিহত তাঁর শত্রুরা মুক্তিলাভ করে কি করে? যাঁরাই ভগবানের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁরাই ক্রমশ ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন। জীব যতই আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত হয়, ততই সে জড়া প্রকৃতির দ্বৈতভাবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। অতএব ভগবান নিশ্চয়ই এই সমস্ত গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁর শত্রুতা অথবা মিত্রতা হচ্ছে মায়া কর্তৃক প্রকাশিত বাহ্যিক রূপ। তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। তিনি অনুগ্রহই করুন অথবা সংহারই করুন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি পরম নিরপেক্ষ।

যিনি অপূর্ণ, রাগ এবং দ্বেষ তারই মধ্যে উদয় হয়। আমাদের শত্রু থেকে আমরা ভয় পাই, কারণ এই জড় জগতে আমাদের সর্বদাই সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভগবান যেহেতু আত্মারাম, তাঁর তাই কারও থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" ভগবান এই কথা কেন বলেছেন? তিনি কি তাঁর ভক্তের নৈবেদ্যের উপর নির্ভর করেন? তিনি প্রকৃতপক্ষে কারুর উপরই নির্ভর করেন না, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করতে ভালবাসেন। তেমনই, তিনি অসুরদের ভয় পান না। অতএব ভগবানের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৩

ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি ।
সংশয়ঃ সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **নঃ**—আমাদের; **সু-মহাভাগ**—হে মহান; **নারায়ণ-গুণান্**—নারায়ণের গুণাবলী; **প্রতি**—প্রতি; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **সুমহান্**—অত্যন্ত মহান; **জাতঃ**—জন্মেছে; **তৎ**—তা; **ভবান্**—আপনি; **ছেত্তুম্ অর্হতি**—দয়া করে দূর করুন।

অনুবাদ

হে মহাভাগ, ভগবান নারায়ণ পক্ষপাতপূর্ণ না নিরপেক্ষ সেই সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত সংশয় জন্মেছে। দয়া করে, নারায়ণ যে সর্বদা নিরপেক্ষ এবং সকলের প্রতি সমদর্শী তা প্রমাণ করে আমার সেই সংশয় দূর করুন।

তাৎপর্য

ভগবান নারায়ণ যেহেতু পরতত্ত্ব, তাই তাঁর দিব্য গুণাবলী এক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে তাঁর দণ্ড এবং অনুগ্রহ উভয়ই সমান। মূলত তাঁর শত্রুতাপূর্ণ কার্যকলাপ তাঁর তথাকথিত শত্রুদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন নয়, কিন্তু জড় জগতে মানুষ মনে করে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুকূল কিন্তু অভক্তদের প্রতি প্রতিকূল। শ্রীকৃষ্ণ যখন *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—এই উপদেশটি কেবল অর্জুনের জন্যই নয়, এই জগতের সমস্ত জীবদের জন্য।

শ্লোক ৪-৫

শ্রীঋষিরুবাচ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
যদ্ ভাগবতমাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্ধনম্ ॥ ৪ ॥
গীয়তে পরমং পুণ্যমৃষিভির্নারদাদিভিঃ ।
নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সাধু**—অতি উত্তম; **পৃষ্টম্**—প্রশ্ন; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **যৎ**—যা থেকে; **ভাগবত**—ভগবদ্ভক্তের (প্রহ্লাদের); **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **ভগবদ্ভক্তি**—ভগবানের প্রতি ভক্তি; **বর্ধনম্**—বর্ধন করে; **গীয়তে**—গান করেন; **পরমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা;

নারদ-আদিভিঃ—নারদ মুনি প্রমুখ; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে; **মুনয়ে**—মহামুনি; **কথয়িষ্যে**—আমি বর্ণনা করব; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **কথাম্**—বিষয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনায় তাঁর ভক্তের মহিমাও কীর্তিত হয়, এবং তা ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই অতি অদ্ভুত বিষয়টি সর্বদা সংসার-দুঃখ দূর করে। তাই নারদ আদি মহর্ষিরা সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, কারণ তার ফলে ভগবানের অতি অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ এবং কীর্তন করার সুযোগ লাভ হয়। মহর্ষি ব্যাসদেবকে প্রণাম করে আমি ভগবান শ্রীহরির কার্যকলাপ বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *কৃষ্ণায় মুনয়ে*, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। প্রথমেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর গুরুদেব হচ্ছেন তাঁর পিতা ব্যাসদেব, এবং তাই তিনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে প্রণতি নিবেদন করে ভগবান শ্রীহরির কথা বর্ণনা করতে শুরু করেছেন।

যখনই ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ শ্রবণ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই তা গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—সর্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করা উচিত। সেটিই কৃষ্ণভক্তের একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৬

নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ ॥ ৬ ॥

নির্গুণঃ—জড় গুণরহিত; **অপি**—যদিও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অব্যক্তঃ**—অপ্রকাশিত; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **স্ব-মায়া**—তাঁর নিজের শক্তির; **গুণম্**—ভৌতিক গুণ; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বাধ্য**—বাধ্য; **বাধকতাম্**—বাধকতা; **গতঃ**—গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, এবং তাই তাঁকে বলা হয় নির্গুণ। যেহেতু তিনি অজ, তাই তাঁর রাগ এবং দ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত জড় শরীর নেই। যদিও ভগবান সর্বদাই জড়াতীত, তবুও তাঁর স্বরূপ শক্তির প্রভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে, আপাতদৃষ্টিতে একজন বদ্ধ জীবের মতো কর্তব্য এবং দায়িত্ব স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

তথাকথিত রাগ, দ্বেষ এবং দায়িত্ব ভগবান থেকে উদ্ভূত জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থেকেই তা করেন। যদিও জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কার্যকলাপ ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু চিন্ময় দৃষ্টিতে তা পরম এবং অভিন্ন। তাই, যদি বলা হয় যে তিনি কারও প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন অথবা কারও প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন, তা হলে ভগবানের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করা হয়।

ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।" এই পৃথিবীতে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপের অথবা চিন্ময় গুণাবলীর কোন রকম পরিবর্তন না করেই আসেন। বস্তুতপক্ষে তিনি কখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তিনি সর্বদাই নির্গুণ, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করছেন। এই ভাবটি আরোপিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*—তিনি যাই করেন তা সর্বদাই চিন্ময়, এবং জড় গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। *এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*—তিনি যে কিভাবে কার্য করেন তা কেবল তাঁর ভক্তেরাই বুঝতে পারেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কখনই কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি সর্বদাই সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত কলুষিত দৃষ্টির দ্বারা দর্শনের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের উপর জড় গুণগুলি আরোপ করা হয়। কেউ যখন তা করে, তখন সে একটি মূঢ়তে পরিণত হয়। পরমতত্ত্বকে যথাযথভাবে যখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন ভগবদ্ভক্ত হয়ে নির্গুণ হওয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেবল শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জড় গুণের অতীত হওয়া যায়, এবং জড়াতীত হওয়া মাত্রই চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হওয়া যায়। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—যিনি ভগবানের কার্যকলাপ তত্ত্বত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর চিৎ-জগতে ফিরে যান।

শ্লোক ৭

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।
ন তেষাং যুগপদ্ রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব বা ॥ ৭ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **ন**—না; **তেষাম্**—তাদের; **যুগপৎ**—একই সময়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **হ্রাস**—হ্রাস; **উল্লাসঃ**—বৃদ্ধি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ জড়া প্রকৃতিজাত, এবং সেগুলি ভগবানকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এই তিনটি গুণ একই সময়ে হ্রাস অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কার্য করতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর মূল স্থিতিতে সমভাব সমন্বিত। তাই তাঁর সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এই সমস্ত জড় গুণগুলি তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় *পরম ঈশ্বর*। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—তিনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তিনিই জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া*)। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে*—জড়া প্রকৃতি তাঁরই আদেশে কার্য করে। তা হলে তিনি প্রকৃতির গুণের অধীন হন কি করে? কৃষ্ণ কখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই ভগবানের পক্ষপাতিত্ব করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৮

জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্ ।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ॥ ৮ ॥

জয়-কালে—বৃদ্ধির সময়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্ত্বস্য**—সত্ত্বগুণের; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষীন্**—এবং ঋষিদের; **রজসঃ**—রজোগুণের; **অসুরান্**—অসুরদের; **তমসঃ**—তমোগুণের; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ এবং রাক্ষসদের; **তৎ-কাল-অনুগুণঃ**—বিশেষ সময় অনুসারে; **অভজৎ**—ভজনা করে।

অনুবাদ

যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন ঋষি এবং দেবতারা সেই গুণের প্রভাবে প্রাধান্য লাভ করে, এবং তাঁরা ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তেমনই যখন রজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন অসুরেরা উন্নতি সাধন করে, এবং যখন তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন যক্ষ এবং রাক্ষসেরা উন্নতি সাধন করে। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রতিক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং জড়া প্রকৃতির পিছনে রয়েছেন ভগবান; কিন্তু কারও জয় এবং পরাজয় ভগবানের পক্ষপাতিত্বের ফলে হয় না, তা হয় সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে। *ভগবৎ-সন্দর্ভে* শ্রীল জীব গোস্বামী স্পষ্টভাবে বলেছেন—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীসে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতু ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥

ভগবৎ-সন্দর্ভের এই বর্ণনা অনুসারে ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত থাকেন, এবং কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবেরও সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি পর্যন্ত বদ্ধ জীবের পক্ষে ক্লেশদায়ক হয়। জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা যে আনন্দ উপভোগ করে, বহু জড়-জাগতিক ক্লেশ সেই আনন্দের অনুবর্তী হয়। যেমন আমরা সম্প্রতি দুটি মহাযুদ্ধ দর্শন করেছি, যা রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে, এবং তার ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হয়েছে। জার্মানেরা ইংরেজদের ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তার ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, কাগজে-কলমে যদিও মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারুরই জয় হয়নি। তাই মীমাংসা করা যায় যে, ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। সকলেই জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে কার্য করে, এবং বিভিন্ন গুণগুলি যখন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তখন তার প্রভাবে কখনও দেবতাদের আবার কখনও অসুরদের জয় হয়েছে বলে মনে হয়।

সকলেই তার গুণগত কর্মের ফল ভোগ করে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৪/১১-১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥

"জ্ঞানের আলোকে জড় দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারগুলিতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ অনুভূত হয়।

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, উদ্যম ও বিষয়-ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

"হে কুরুনন্দন, তমোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে অজ্ঞানান্ধকার, প্রমাদ এবং মোহ উৎপন্ন হয়।"

সকলের অন্তর্যামী ভগবান কেবল বিভিন্ন গুণের বর্ধিত ফল প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ। তিনি জয়-পরাজয়ের সাক্ষী থাকেন, কিন্তু তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন না।

জড়া প্রকৃতির গুণগুলি একত্রে কার্যশীল হয় না। এই সমস্ত গুণের প্রতিক্রিয়া ঠিক ঋতুর পরিবর্তনের মতো। কখনও রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, কখনও তমোগুণের এবং কখনও সত্ত্বগুণের। দেবতারা সাধারণত সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং তাই দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের ফলে দেবতাদের জয় হয়। সেটি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়।

শ্লোক ৯

জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সম্ঘাতান্ন বিবিচ্যতে ।
বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ ॥ ৯ ॥

জ্যোতিঃ—অগ্নি; **আদিঃ**—এবং অন্যান্য উপাদান; **ইব**—ঠিক যেমন; **আভাতি**—প্রকাশিত হয়; **সম্ঘাতাৎ**—দেবতা এবং অন্যান্যদের শরীর থেকে; **ন**—না;

বিবিচ্যতে—জ্ঞাত হয়; **বিদন্তি**—অনুভব করে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্মস্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **মথিত্বা**—বিচার করার দ্বারা; **কবয়ঃ**—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা; **অন্ততঃ**—অন্তরে।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে তিনি ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হন। ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে অগ্নি, পাত্রের মধ্যে জল, বা ঘটের মধ্যে আকাশ অনুভব করা যায়, তেমনই জীবের ভক্তিযুক্ত কার্যকলাপের মাত্রা অনুসারে বোঝা যায় কে অসুর এবং কে দেবতা। মানুষের কার্যকলাপ দর্শন করে, চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝতে পারেন কে কতটা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) ভগবান বলেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার শক্তির অংশ-সম্ভূত বলে জানবে।" আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, এক ব্যক্তি অত্যন্ত অদ্ভুত সমস্ত কার্য করতে সক্ষম কিন্তু অন্যেরা তা পারে না, এমন কি সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যে কাজ করা যায় তা পর্যন্ত তারা করতে পারে না। তাই, ভক্ত কতখানি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন তা তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা বোঝা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।" আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে, কোন ছাত্র যদি শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তা হলে শিক্ষক তাকে আরও বেশি করে শিক্ষা দেন।

আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষকের শিক্ষা সত্ত্বেও ছাত্র জ্ঞান লাভ করছে না। এতে পক্ষপাতিত্বের কোন প্রশ্ন নেই। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন *তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ / দদামি বুদ্ধিযোগং তম্*, তা ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ভক্তিযোগ প্রদান করতে প্রস্তুত, কিন্তু তা গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে গোপন রহস্য। তাই যখন দেখা যায় কেউ অদ্ভুত ভক্তিকার্য সম্পাদন করছেন, তখন বিবেকবান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে সমর্থ হয়েছেন।

সেটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বীকার করতে চায় না যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন বিশেষ ভক্তকে তাঁর ভক্তির মাত্রা অনুসারে কৃপা করেছেন। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উত্তম ভক্তের কার্যকলাপের মহিমা খর্ব করার চেষ্টা করে। সেটি বৈষ্ণবতা নয়। বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবদের ভগবৎ-সেবার প্রশংসা করেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বৈষ্ণবকে নির্মৎসর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈষ্ণব কখনও অন্য বৈষ্ণব বা অন্য কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *নির্মৎসরাণাং সতাম্*।

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে মানুষ কিভাবে অবস্থান করছে, তা *ভগবদ্গীতার* উপদেশ থেকে আমরা জানতে পারি। এখানে প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অগ্নিকে সত্ত্বগুণের দ্যোতক বলা হয়েছে। আগুনের পরিমাণ দেখে কাঠ, পেট্রোল অথবা অন্যান্য দাহ্য পদার্থের মাত্রা বোঝা যায়। তেমনই জল রজোগুণের দ্যোতক। একটি ক্ষুদ্র ত্বক্ আর বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর উভয়েই জল রয়েছে, এবং জলের পরিমাণ দেখে আমরা পাত্রের আয়তন বুঝতে পারি। আকাশ তমোগুণের দ্যোতক। একটি ছোট্ট মাটির পাত্রে আকাশ রয়েছে আবার অন্তরীক্ষেও আকাশ রয়েছে। তেমনই যথাযথ বিচারের দ্বারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মাত্রা অনুসারে আমরা বুঝতে পারি কে দেবতা, কে অসুর আর কে যক্ষ-রাক্ষস। বাইরের আকৃতি দেখে বিচার করা যায় না কে দেবতা আর কে অসুর, কিন্তু সেই সব ব্যক্তিদের কার্যকলাপ দেখে বিচক্ষণ ব্যক্তি তা বুঝতে পারেন। *পদ্মপুরাণে* তার একটি সাধারণ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে—*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ*। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হচ্ছেন দেবতা, আর অসুর অথবা যক্ষ-রাক্ষসেরা তার ঠিক বিপরীত। অসুরেরা ভগবানের ভক্ত নয়; পক্ষান্তরে তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য দেবতা, ভূত, প্রেত ইত্যাদির ভক্ত হয়। এইভাবে, তাদের কার্যকলাপ থেকে বিচার করা যায় কে দেবতা, কে রাক্ষস আর কে অসুর।

এই শ্লোকে *আত্মানম্* শব্দটির অর্থ *পরমাত্মানম্*। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে

(অন্ততঃ) বিরাজমান। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* *ঈশ্বর* বা ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে সকলকে পরিচালিত করছেন। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ সকলেরই জন্য, কিন্তু কেউ তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, আর অন্যেরা তার অর্থ এমনই বিকৃতভাবে বোঝে যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থ পাঠ করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে পারে না। *গীতায়* যদিও বলা হয়েছে *শ্রীভগবান্ উবাচ,* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তবু তারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারে না। এটি তাদের দুর্ভাগ্য বা অক্ষমতা, যার কারণ হচ্ছে রজ এবং তমোগুণ। এই সমস্ত গুণের প্রভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পর্যন্ত পারে না, কিন্তু অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে বুঝতে পেরে তাঁর মহিমা কীর্তন করে বলেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*—"আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরম ধাম এবং আপনি পরম পবিত্র।" শ্রীকৃষ্ণ সকলের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে জানতে হলে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

বাহ্য লক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় না কে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন এবং কে করেননি। মানুষের মনোবৃত্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কারও সাক্ষাৎ উপদেষ্টা হন আবার কারও কাছে অজ্ঞাত থাকেন। সেটি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব নয়। সেটি তাঁকে বোঝার যোগ্যতার প্রকাশ। মানুষ তার গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ প্রদর্শনের মাত্রা অনুসারে দেবতা, অসুর, যক্ষ অথবা রাক্ষস হয়। নির্বোধ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি প্রদর্শন করার মাত্রাকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব বলে ভুল করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ধরনের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে জীবের কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আকাশে বহু জ্যোতিষ্ক রয়েছে। রাত্রে অন্ধকারেও চাঁদের অতি উজ্জ্বল আলোকে তাকে দর্শন করা যায়। সূর্যও অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু যখন মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, তখন আর সেগুলিকে দেখা যায় না। তেমনই, মানুষ যতই সত্ত্বগুণে উন্নত হয়, ততই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাঁর ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু মানুষ যতই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, ততই তার জ্যোতি দৃষ্টির অগোচর হয়। মানুষের গুণের প্রকাশ ভগবানের পক্ষপাতিত্বের উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে বিভিন্ন আবরণের মাত্রা অনুসারে। এইভাবে বোঝা যায় কে সত্ত্বগুণের প্রভাবে কতটা উন্নত অথবা রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে কতটা আচ্ছাদিত।

শ্লোক ১০

যদা সিসৃক্ষুঃ পুর আত্মনঃ পরো
রজঃ সৃজত্যেষ পৃথক্ স্বমায়য়া ।
সত্ত্বং বিচিত্রাসু রিরংসুরীশ্বরঃ
শয়িষ্যমাণস্তম ঈরয়ত্যসৌ ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **সিসৃক্ষুঃ**—সৃষ্টি করার বাসনায়; **পুরঃ**—জড় দেহ; **আত্মনঃ**—জীবের জন্য; **পরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রজঃ**—রজোগুণ; **সৃজতি**—প্রকাশ করেন; **এষঃ**—তিনি; **পৃথক্**—পৃথকভাবে, মুখ্যরূপে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর সৃজনী শক্তির দ্বারা; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিচিত্রাসু**—বিভিন্ন প্রকার শরীরে; **রিরংসুঃ**—কর্ম করার বাসনায়; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শয়িষ্যমাণঃ**—সংহার করতে উদ্যত হয়ে; **তমঃ**—তমোগুণ; **ঈরয়তি**—প্রকাশ করেন; **অসৌ**—সেই ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান যখন জীবের চরিত্র এবং কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর প্রদান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তারপর পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি শরীরে প্রবেশ করেন এবং রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন এবং তমোগুণের দ্বারা সংহার করেন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি যদিও সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবু প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয়। ভগবান সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়।" জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন ত্রিগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সম্পাদিত হয়, কিন্তু প্রকৃতির ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে রয়েছে তাদের পরিচালক পরমেশ্বর ভগবান। প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার জীব-শরীরে *(যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া)* হয় সত্ত্ব, নয় রজ বা তমোগুণের প্রাধান্য

দেখা যায়। ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির দ্বারা শরীর উৎপন্ন হয়। তাই এখানে বলা হয়েছে, *যদা সিসৃক্ষুঃ পুর আত্মনঃ পরঃ*, অর্থাৎ শরীর নিশ্চিতভাবে ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ*—জীবের কর্ম অনুসারে, ভগবানের নির্দেশে শরীর নির্মিত হয়। শরীরটি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক হবে, তা নির্ভর করে ভগবানের নির্দেশনার উপর এবং তা বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় (*পৃথক্ স্বমায়য়া*)। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে নির্দেশ দেন, এবং সেই দেহকে বিনাশ করার জন্য তিনি তমোগুণকে নিযুক্ত করেন। এইভাবে জীব বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১১

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং ।
প্রধানপুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ ॥ ১১ ॥

কালম্—কাল; **চরন্তম্**—গতিশীল; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ঈশঃ**—ভগবান; **আশ্রয়ম্**—আশ্রয়; **প্রধান**—প্রকৃতি; **পুম্ভ্যাম্**—জীব; **নর-দেব**—হে নরপতি; **সত্য**—সত্য; **কৃৎ**—সৃষ্টিকর্তা।

অনুবাদ

হে মহারাজ, জড়া এবং পরা প্রকৃতির নিয়ন্তা ভগবান, যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তিনি জড়া প্রকৃতি এবং জীবকে কালের সীমার মধ্যে সক্রিয় হওয়ার জন্য কালের সৃষ্টি করেন। ভগবানই প্রকৃতি এবং কালের স্রষ্টা, অতএব তিনি কখনও তাদের অধীন নন।

তাৎপর্য

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান কালের অধীন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার দ্বারা প্রকৃতি কার্য করে এবং বদ্ধ জীবেরা প্রকৃতির অধীনে স্থাপিত হয়। বদ্ধ জীব এবং জড়া প্রকৃতি উভয়ই কালের অধীন, কিন্তু ভগবান কালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন নন, কারণ তিনি কালের স্রষ্টা। সেই কথা আরও স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সৃষ্টি, পালন এবং সংহার সবই ভগবানের পরম ইচ্ছার অধীন।

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর নিয়ন্তা, তাই তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড় কালের নিয়ন্ত্রণাধীন হন না (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*)। এই শ্লোকে *কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ম্* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান যদিও কালের অন্তর্গত হয়ে যেন সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণের প্রাধান্য অনুসারে কর্ম করেন বলে মনে হয়, তবু কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি কাল সৃষ্টি করেন; তিনি কখনও কালের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করেন না। এই জড় সৃষ্টি ভগবানের একটি লীলা। সব কিছুই পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু রজোগুণের প্রাধান্য যখন হয় তখন সৃষ্টি হয়, তাই ভগবান রজোগুণের সুবিধার্থে কাল সৃষ্টি করেন। তেমনই তিনি পালনকার্য এবং সংহার-কার্যের জন্য উপযুক্ত কাল সৃষ্টি করেন। এইভাবে এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান কালের অধীন নন।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা। *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য আনন্দময়। *অনাদি*—তিনি কোন কিছুর অধীন নন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে পরতর সত্য কিছু নেই।" ভগবানের থেকে শ্রেষ্ঠ কোন কিছু থাকতে পারে না, কারণ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা।

মায়াবাদীরা বলে এই জগৎ মিথ্যা, এবং তাই এই মিথ্যা সৃষ্টির বিষয়ে কালক্ষয় করা উচিত নয় (*ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*)। কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। এখানে বলা হয়েছে, *সত্যকৃৎ*—ভগবান যা কিছু সৃষ্টি করেন তা সবই *সত্যং পরম্*, তাকে কখনও মিথ্যা বলা যায় না। এই সৃষ্টির কারণ হচ্ছে সত্য, অতএব সেই কারণের কার্য কিভাবে মিথ্যা হতে পারে? এখানে এই *সত্যকৃৎ* শব্দটি প্রতিপন্ন করে যে, ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট সব কিছুই সত্য, কখনও মিথ্যা নয়। সৃষ্টি অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়।

শ্লোক ১২

য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা
সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ ।
তৎপ্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো
রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ ॥ ১২ ॥

যঃ—যা; **এষঃ**—এই; **রাজন্**—হে রাজন্; **অপি**—যদিও; **কালঃ**—কাল; **ঈশিতা**—পরমেশ্বর; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **সুর-অনীকম্**—দেবতাদের; **ইব**—নিশ্চিতভাবে; **এধয়তি**—বর্ধিত করে; **অতঃ**—অতএব; **তৎ-প্রত্যনীকান্**—তাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন; **অসুরান্**—অসুরদের; **সুর-প্রিয়ঃ**—দেবতাদের বন্ধু হওয়ার ফলে; **রজঃ-তমস্কান্**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত; **প্রমিণোতি**—ধ্বংস করে; **উরু-শ্রবাঃ**—যাঁর মহিমা সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে। এইভাবে যদিও ভগবান পরম নিয়ন্তা, তিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতাদের অনুগ্রহ করেন, এবং তমোগুণ বিশিষ্ট অসুরদের সংহার করেন। ভগবান কালের দ্বারা বিভিন্নভাবে কার্য সম্পাদন করেন, কিন্তু তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না। পক্ষান্তরে তাঁর কার্যকলাপ মহিমান্বিত, তাই তাঁকে বলা হয় উরুশ্রবা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*—"আমি কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করি না, অথবা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি না। আমি সকলের প্রতিই সমান।" ভগবান পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না; তিনি সর্বদাই সকলের প্রতি সমান। তাই দেবতারা যখন অনুগৃহীত হয় এবং অসুরেরা নিহত হয়, সেটি তাঁর পক্ষপাতিত্বের ফলে নয়, পক্ষান্তরে কালের প্রভাবে হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি একই বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা তাপ উৎপাদন করতে পারে আবার শীতলতা সৃষ্টি করতে পারে। উষ্ণতা এবং শীতলতার কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মিস্ত্রির সঙ্গে উষ্ণতা এবং শীতলতার সৃষ্টি এবং তার ফলে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করার কোন সংযোগ নেই।

ভগবানের অসুর বধ করার বহু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রয়েছে, কিন্তু ভগবানের হাতে নিহত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায় অসুরেরাও ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুতনা। পুতনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণকে হত্যা করা। *অহো বকী যং স্তনকালকূটম্।* পুতনা রাক্ষসী তাঁর স্তনে কালকূট বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে এসেছিল, কিন্তু সে যখন ভগবানের হাতে নিহত হয়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃগতি প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ এমনই নিরপেক্ষ এবং কৃপালু যে, যেহেতু তিনি পুতনার স্তন পান করেছিলেন, তাই তিনি তাকে তাঁর মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পুতনাকে এইভাবে বধ করার ফলে তাঁর নিরপেক্ষতার ঘাটতি হয়নি। তিনি *সুহৃদং সর্বভূতানাম্*, অর্থাৎ সমস্ত জীবের পরম বন্ধু। তাই সর্বদা পরম নিয়ন্তারূপে অবস্থিত ভগবানের চরিত্রে পক্ষপাতিত্ব দোষ অর্পণ করা যায় না। ভগবান পুতনাকে শত্রুরূপে সংহার করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি তাকে তাঁর মাতৃপদ প্রদান করেছিলেন। শ্রীল মধ্ব মুনি তাই মন্তব্য করেছেন, *কালে কালবিষয়েঽপীশিতা। দেহাদিকারণত্বাৎ সুরানীকমিব স্থিতিং সত্ত্বম্।* সাধারণত হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়, এবং *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে রাজা তাকে কৃপা করেন, এবং তার ফলে সে বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ থেকে উদ্ধার পায়। তার পাপকর্মের ফলে, এই প্রকার হত্যাকারীরা রাজার কৃপায় নিহত হয়। পরম নিয়ন্তা হওয়ার ফলে, শ্রীকৃষ্ণও পরম বিচারকের মতো সেইভাবেই আচরণ করেন। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান সর্বদা নিরপেক্ষ এবং সমস্ত জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু।

শ্লোক ১৩

অত্রৈবোদাহৃতঃ পূর্বমিতিহাসঃ সুরর্ষিণা ।
প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে ॥ ১৩ ॥

অত্র—এই প্রসঙ্গে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদাহৃতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **ইতিহাসঃ**—ইতিহাস; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **প্রীত্যা**—প্রসন্ন হয়ে; **মহা-ক্রতৌ**—মহান রাজসূয় যজ্ঞে; **রাজন্**—হে রাজন্; **পৃচ্ছতে**—প্রশ্নকারী; **অজাত-শত্রবে**—অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের।

অনুবাদ

হে রাজন্, পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে একটি ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করেছিলেন, যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান সর্বদা নিরপেক্ষ, এমন্ কি যখন তিনি অসুরদের বধ করেন তখনও।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান যখন শিশুপালকে বধ করেন, তখন ভগবান কিভাবে তাঁর নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা এই বর্ণনাটি থেকে বোঝা যায়।

শ্লোক ১৪-১৫

দৃষ্ট্বা মহাদ্ভুতং রাজা রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ।
বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥ ১৪ ॥
তত্রাসীনং সুরঋষিং রাজা পাণ্ডুসুতঃ ক্রতৌ ।
পপ্রচ্ছ বিস্মিতমনা মুনীনাং শৃণ্বতামিদম্ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মহা-অদ্ভুতম্—অত্যন্ত অদ্ভুত; রাজা—রাজা; রাজসূয়ে—রাজসূয় নামক; মহা-ক্রতৌ—মহান যজ্ঞে; বাসুদেবে—বাসুদেবে; ভগবতি—ভগবান; সাযুজ্যম্—সাযুজ্য; চেদিভূ-ভুজঃ—চেদিরাজ শিশুপালের; তত্র—সেখানে; আসীনম্—উপবিষ্ট; সুর-ঋষিম্—নারদ মুনি; রাজা—রাজা; পাণ্ডু-সুতঃ—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির; ক্রতৌ—যজ্ঞে; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; বিস্মিত-মনাঃ—আশ্চর্য হয়ে; মুনীনাম্—ঋষিদের উপস্থিতিতে; শৃণ্বতাম্—শ্রবণ করে; ইদম্—এই।

অনুবাদ

হে রাজন্, পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে যেতে দেখেছিলেন। তাই অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, তিনি অন্যান্য ঋষিদের সমক্ষে যজ্ঞসভায় উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি ।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **অহো**—আহা; **অতি-অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এতৎ**—এই; **দুর্লভ**—দুর্লভ; **একান্তিনাম্**—ভক্তদের; **অপি**—ও; **বাসুদেবে**—বাসুদেবে; **পরে**—পরম; **তত্ত্বে**—পরমতত্ত্ব; **প্রাপ্তিঃ**—লাভ; **চৈদ্যস্য**—শিশুপালের; **বিদ্বিষঃ**—বিদ্বেষী।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভগবানের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও অসুর শিশুপাল যে ভগবানের দেহে লীন হয়েছিল তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মহান পরমার্থবাদীদের পক্ষেও এই সাযুজ্য মুক্তি দুর্লভ। তা হলে ভগবদ্বিদ্বেষী শিশুপাল তা লাভ করল কি করে?

তাৎপর্য

দুই শ্রেণীর পরমার্থবাদী রয়েছে—জ্ঞানী এবং ভক্ত। ভক্তেরা ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার কোন অভিলাষ পোষণ করে না, কিন্তু জ্ঞানীরা করে। শিশুপাল জ্ঞানী অথবা ভক্ত কোনটিই ছিল না, কিন্তু কেবল ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবপরায়ণ হয়ে সে ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনাটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, এবং তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির শিশুপালের প্রতি ভগবানের এই রহস্যময়ী কৃপার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব এব বয়ং মুনে ।
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ১৭ ॥

এতৎ—এই; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামঃ**—বাসনা করি; **সর্বে**—সকলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **মুনে**—হে মহামুনি; **ভগবৎ-নিন্দয়া**—ভগবানকে নিন্দা করার ফলে; **বেণঃ**—পৃথু মহারাজের পিতা বেণ; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **তমসি**—নরকে; **পাতিতঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহামুনি, ভগবানের এই কৃপার কারণ জানতে আমরা সকলে অত্যন্ত উৎসুক। আমি শুনেছি যে, পূর্বে বেণ নামক এক রাজা ভগবানের নিন্দা করেছিল এবং তার ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাকে নরকে নিক্ষেপ করেছিলেন। শিশুপালেরও নরকে পতন হওয়ার কথা ছিল। তা হলে সে ভগবানের দেহে লীন হল কি করে?

শ্লোক ১৮

দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ১৮ ॥

দমঘোষ-সুতঃ—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল; **পাপঃ**—পাপী; **আরভ্য**—শুরু করে; **কল-ভাষণাৎ**—বাল্যকালের অস্ফুট ভাষণ থেকে; **সম্প্রতি**—এখন পর্যন্ত; **অমর্ষী**—মাৎসর্য; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **চ**—ও; **দুর্মতিঃ**—দুষ্টমতি।

অনুবাদ

দমঘোষের পুত্র পাপী শিশুপাল বাল্যকালের সেই অস্ফুট ভাষণ থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করে তাঁর নিন্দা করেছে। তেমনই তার ভ্রাতা দুর্মতি দন্তবক্রও চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার দ্বেষ প্রদর্শন করেছে।

শ্লোক ১৯

শপতোরসকৃদ্বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্ ।
শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ ॥ ১৯ ॥

শপতোঃ—নিন্দুক শিশুপাল এবং দন্তবক্রের, **অসকৃৎ**—বার বার; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম পরম্**—পরম ব্রহ্ম; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **শ্বিত্রঃ**—শ্বেত কুষ্ঠ; **ন**—না; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **জিহ্বায়াম্**—জিহ্বায়; **ন**—না; **অন্ধম্**—অন্ধকার; **বিবিশতুঃ**—প্রবেশ করেছে; **তমঃ**—নরকে।

অনুবাদ

যদিও শিশুপাল এবং দন্তবক্র বার বার অব্যয় পরমব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর নিন্দা করেছে, তবুও তাদের জিহ্বায় শ্বেত কুষ্ঠ হয়নি এবং তারা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করেনি। তাতে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে অর্জুন বলেছেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*—"আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পাবন।" এখানেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে। *বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্।* পরম বিষ্ণুই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুর কারণ, তার বিপরীত নয়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের কারণ ব্রহ্ম নয়; শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মের কারণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম (*যদ্ ব্রহ্ম পরম্ অব্যয়ম্*)।

শ্লোক ২০

কথং তস্মিন্ ভগবতি দুরবগ্রাহ্যধামনি ।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং লয়মীয়তুরঞ্জসা ॥ ২০ ॥

কথম্—কিভাবে; **তস্মিন্**—তা; **ভগবতি**—ভগবানে; **দুরবগ্রাহ্য**—দুর্লভ; **ধামনি**—যাঁর স্বভাব; **পশ্যতাম্**—দর্শনকারী; **সর্ব-লোকানাম্**—সমস্ত ব্যক্তিদের; **লয়ম্ ঈয়তুঃ**—লীন হয়েছিল; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

অত্যন্ত দুর্লভ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে শিশুপাল এবং দন্তবক্র বহু মহান ব্যক্তিদের সমক্ষে অনায়াসে লীন হয়েছিল। তা কি করে সম্ভব হয়েছিল?

তাৎপর্য

শিশুপাল এবং দন্তবক্র তাদের পূর্ব জীবনে জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়ে যাওয়া তাদের অন্তিম লক্ষ্য ছিল না। কিছুকালের জন্য তাঁরা লীন হয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁরা সারূপ্য এবং সালোক্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে যে, কেউ যদি ভগবানের নিন্দা করে, তা হলে তাকে ব্রহ্মহত্যা পাপের থেকেও কোটি কোটি বৎসর অধিক

কাল নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। কিন্তু শিশুপাল নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ অনায়াসে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। শিশুপাল যে এই বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা নিছক গল্পকথা নয়। সেখানে উপস্থিত সকলেই তা স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন; এবং তার প্রমাণের কোন অভাব নেই। তা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

এতদ্ ভ্রাম্যতি মে বুদ্ধির্দীপার্চিরিব বায়ুনা ।
ব্রূহ্যেতদদ্ভুততমং ভগবান্ হ্যত্র কারণম্ ॥ ২১ ॥

এতৎ—এই সম্পর্কে; **ভ্রাম্যতি**—অস্থির; **মে**—আমার; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **দীপ-অর্চিঃ**—দীপশিখা; **ইব**—সদৃশ; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **ব্রূহি**—দয়া করে আমাকে বলুন; **এতৎ**—এই; **অদ্ভুততমম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **ভগবান্**—সর্বজ্ঞান সমন্বিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অত্র**—এখানে; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। বায়ুর দ্বারা দীপশিখা যেভাবে অস্থির হয়, সেইভাবে আমার বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে। হে নারদ মুনি, আপনি সর্বজ্ঞ, এই আশ্চর্য বিষয়ের কারণ কি? তা আপনি দয়া করে আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—মানুষ যখন জীবনের কঠিন সমস্যার দ্বারা বিচলিত হয়, তখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য নারদ মুনি বা পরম্পরার ধারায় তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছেন সেই আশ্চর্য ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে।

শ্লোক ২২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
রাজ্ঞস্তদ্বচ আকর্ণ্য নারদো ভগবানৃষিঃ ।
তুষ্টঃ প্রাহ তমাভাষ্য শৃণ্বত্যাস্তৎসদঃ কথাঃ ॥ ২২ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজ্ঞঃ**—রাজার (যুধিষ্ঠিরের); **তৎ**—সেই; **বচঃ**—বাক্য; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **ভগবান্**—শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে; **শৃণ্বত্যাঃ তৎ-সদঃ**—সভাস্থ ব্যক্তিদের সমক্ষে; **কথাঃ**—বিষয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুরোধ শ্রবণ করে, সর্বজ্ঞ, পরম শক্তিশালী গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলের সমক্ষে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীনারদ উবাচ

নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরম্ ।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **নিন্দন**—নিন্দা; **স্তব**—প্রশংসা; **সৎকার**—সম্মান; **ন্যক্কার**—অসম্মান; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **কলেবরম্**—দেহ; **প্রধান-পরয়োঃ**—প্রকৃতি এবং ভগবানের; **রাজন্**—হে রাজন্; **অবিবেকেন**—ভেদভাব না করে; **কল্পিতম্**—সৃষ্ট হয়েছে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্, নিন্দা এবং প্রশংসা, অপমান এবং সম্মান অজ্ঞানের ফলে অনুভূত হয়। বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার জন্য ভগবান বদ্ধ জীবের শরীর সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি জীবের জড় দেহ

সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রসদৃশ এই দেহে আরোহণ করে বদ্ধ জীব ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছে এবং দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে কেবল দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। নিন্দার কষ্ট এবং প্রশংসার আনন্দ, অভিবাদনের স্বীকৃতি আর কঠোর বাক্যের তিরস্কার—এই সবই দেহাত্মবুদ্ধির ফলে অনুভূত হয়। কিন্তু ভগবানের দেহ যেহেতু জড় নয় বরং *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*, তাই তিনি এই প্রকার অপমান বা সম্মান, নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। অপ্রভাবিত এবং পূর্ণ হওয়ার ফলে, তিনি ভক্তের স্তুতিতে অতিরিক্ত হরষিত হন না। যদিও ভগবানকে স্তব করার ফলে ভক্তেরই লাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর তথাকথিত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু, কারণ শত্রুভাবে সর্বদা ভগবানের চিন্তা করলেও, এই প্রতিকূল চিন্তার প্রভাবেও লাভ হয়। শত্রুভাবেই হোক আর বন্ধুভাবেই হোক, ভগবানের চিন্তা করার ফলে ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীবের মহান লাভ হয়।

শ্লোক ২৪

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা ।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥ ২৪ ॥

হিংসা—হিংসা; **তৎ**—তার; **অভিমানেন**—ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা; **দণ্ড-পারুষ্যয়োঃ**—দণ্ড এবং তারণ; **যথা**—যেমন; **বৈষম্যম্**—ভ্রান্তি; **ইহ**—এখানে (এই শরীরে); **ভূতানাম্**—জীবদের; **মম-অহম্**—আমি এবং আমার; **ইতি**—এই প্রকার; **পার্থিব**—হে পৃথিবীপতি।

অনুবাদ

হে রাজন্, বদ্ধ জীব দেহাভিমানের ফলে তার শরীরকে তার আত্মা বলে মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের বলে মনে করে। তার এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে, সে প্রশংসা এবং নিন্দা আদি দ্বৈত-ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখনই সে নিন্দা অথবা প্রশংসার প্রভাব অনুভব করে। তখন সে এক ব্যক্তিকে তার শত্রু এবং অন্য ব্যক্তিকে তার বন্ধু বলে মনে করে, এবং তার শত্রুকে সে দণ্ড দিতে চায় এবং বন্ধুকে স্বাগত জানাতে চায়। শত্রু এবং মিত্রের এই ধারণা দেহাত্মবুদ্ধির পরিণাম।

শ্লোক ২৫

যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ ।
পরস্য দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥ ২৫ ॥

যৎ—যাতে; **নিবদ্ধঃ**—আবদ্ধ; **অভিমানঃ**—ভ্রান্ত ধারণা; **অয়ম্**—এই; **তৎ**—সেই শরীরে; **বধাৎ**—নাশ হলে; **প্রাণিনাম্**—জীবদের; **বধঃ**—বিনাশ; **তথা**—তেমনই; **ন**—না; **যস্য**—যাঁর; **কৈবল্যাৎ**—পরম বা অদ্বিতীয় হওয়ার ফলে; **অভিমানঃ**—ভ্রান্ত ধারণা; **অখিল-আত্মনঃ**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **পরস্য**—ভগবানের; **দম-কর্তুঃ**—পরম নিয়ন্তা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **হিংসা**—ক্ষতি; **কেন**—কিভাবে; **অস্য**—তাঁর; **কল্প্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, দেহের নাশ হলে বদ্ধ জীব মনে করে তারও নাশ হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবের পরমাত্মা। যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তাঁর 'আমি' এবং 'আমার', এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাও নেই। অতএব তিনি নিন্দা অথবা প্রশংসায় বিষণ্ণ বা হরষিত হবেন বলে মনে করা ভুল। তাঁর পক্ষে এই দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব। তাই কেউ তাঁর শত্রু নন অথবা বন্ধু নন। তিনি যখন অসুরদের দণ্ড দেন তা তাদের মঙ্গলেরই জন্য, এবং যখন তিনি তাঁর ভক্তদের স্তুতি অঙ্গীকার করেন তাও তাঁদের মঙ্গলের জন্য। তিনি স্বয়ং নিন্দা বা প্রশংসার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব, এমন কি বড় বড় পণ্ডিত এবং দাম্ভিক অধ্যাপকেরা পর্যন্ত সকলেই মনে করে যে, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই তাদের এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা। শ্রীকৃষ্ণের সেই রকম কোন দেহাত্মবুদ্ধি নেই, এবং তাঁর দেহ তাঁর আত্মা থেকে ভিন্ন নয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণের দেহাত্মবুদ্ধি না থাকার ফলে, তাঁর পক্ষে প্রশংসা এবং নিন্দার দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণের দেহকে এখানে কৈবল্য বা তাঁর থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীবের মতো শ্রীকৃষ্ণেরও যদি দেহাত্মবুদ্ধি থাকে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বদ্ধ জীবের

মধ্যে পার্থক্য কোথায়? *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ চরম উপদেশ বলে মনে করা হয়, কারণ তাঁর শরীর জড় নয়। জড় দেহ থাকলেই ভ্রম-প্রমাদ-করণাপটিব-বিপ্রলিপ্সা—এই চারটি ত্রুটি থাকবেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যেহেতু জড় শরীর নেই, তাই তাঁর কোন ত্রুটিও নেই। তিনি সর্বদাই চিন্ময় এবং আনন্দময়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—তাঁর রূপ নিত্য, জ্ঞানময়, এবং আনন্দময়। *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, আনন্দচিন্ময়রস* এবং *কৈবল্য* শব্দগুলির অর্থ একই।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমাত্মারূপে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা—আত্মা অথবা সমস্ত জীবাত্মার অন্তর্যামী। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিচার করা যায় যে, তাঁর কোন ভ্রান্ত দেহাভিমান নেই। যদিও তিনি প্রতিটি দেহে বিরাজমান, তবুও তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি নেই। তিনি সর্ব অবস্থাতেই এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত, এবং তাই জীবের জড় শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কিছুর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন না।

ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" ভগবান যখন আসুরিক ব্যক্তিদের দণ্ড দেন, সেই দণ্ড বদ্ধ জীবের মঙ্গলেরই জন্য। বদ্ধ জীব ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়ে বলতে পারে, "কৃষ্ণ খারাপ, কৃষ্ণ চোর" ইত্যাদি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাময় হওয়ার ফলে, এই ধরনের অভিযোগে কর্ণপাত করেন না। পক্ষান্তরে, বদ্ধ জীব যখন কৃষ্ণনাম কীর্তন করে, তখন তিনি তা শোনেন। কখনও তিনি অসুরদের এক জন্ম নিম্নস্তরের যোনিতে নিক্ষেপ করে দণ্ড দেন, কিন্তু তারপর যখন তারা তাঁর নিন্দা থেকে বিরত হয়, তখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম করার জন্য তারা পরবর্তী জীবনে মুক্ত হয়। বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবান অথবা তাঁর ভক্তদের নিন্দা করা মোটেই মঙ্গলজনক নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপাময় হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীবকে এক জীবনে সেই সমস্ত পাপকর্মের জন্য দণ্ডদান করে তাকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বৃত্রাসুর, যিনি পূর্বজন্মে ছিলেন এক মহান ভক্ত মহারাজ চিত্রকেতু। কিন্তু বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবকে উপহাস করার ফলে, তাঁকে বৃত্র নামক এক অসুর শরীর ধারণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তারপর তিনি

ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যখন অসুর বা বদ্ধ জীবকে দণ্ডদান করেন, তখন তিনি সেই জীবের নিন্দা করার প্রবৃত্তি সংশোধন করেন, এবং সেই জীব যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যান।

শ্লোক ২৬

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা ।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **বৈর-অনুবন্ধেন**—নিরন্তর শত্রুতার দ্বারা; **নির্বৈরেণ**—ভক্তির দ্বারা; **ভয়েন**—ভয়ের দ্বারা; **বা**—অথবা; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **কামেন**—কাম-ভাবের দ্বারা; **বা**—অথবা; **যুঞ্জ্যাৎ**—মনঃসংযোগ করতে হবে; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনও ভাবে; **ন**—না; **ঈক্ষতে**—দর্শন করে; **পৃথক্**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

অতএব বৈরীভাব অথবা ভক্তিযোগ, ভয়, স্নেহ অথবা কাম—এর যে কোন একটি উপায়ের দ্বারা কোন না কোনও ভাবে বদ্ধ জীব যদি তার মনকে ভগবানে একাগ্র করে তা হলে তার ফল একই হবে, কারণ ভগবান আনন্দময় হওয়ার ফলে শত্রুতা বা মিত্রতার দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু অনুকূল স্তুতি অথবা প্রতিকূল নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হন না, তাই শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে হবে। সেটি বিধি নয়। ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই মানুষের কর্তব্য। সেটিই প্রকৃত নির্দেশ। এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে কেউ যদি প্রতিকূলভাবেও তাঁর কথা চিন্তা করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই তিনি শিশুপাল আদি বৈরীভাবাপন্ন জীবদেরও সদ্‌গতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হতে হবে। অনুকূলভাবে ভগবানের সেবার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, জেনে শুনে ভগবানের নিন্দা করার ওপরে নয়। বলা হয়েছে—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥

যে ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করে তার প্রতিকার করে না অথবা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে না, তাকে নিরন্তর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রে এই প্রকার বহু নির্দেশ রয়েছে। তাই শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনও ভগবানের প্রতি প্রতিকূল হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে সর্বদা তাঁর প্রতি অনুকূল হওয়া উচিত।

বিষ্ণুনিন্দা করা সত্ত্বেও শিশুপাল এবং দন্তবক্রের সাযুজ্য মুক্তি লাভের কারণ ছিল ভিন্ন। তাঁরা ছিলেন জয় এবং বিজয় নামক ভগবানের দুই পার্ষদ। তিন জন্ম ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে, অবশেষে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁরা এই জড় জগতে এসেছিলেন। জয় এবং বিজয় অন্তরে জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জেনে শুনে তাঁর প্রতি শত্রুতা করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু বলে মনে করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করলেও তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে শুদ্ধ হয়েছিলেন। এখানে বুঝতে হবে যে, বিষ্ণুনিন্দুকেরাও নিন্দাচ্ছলে ভগবানের পবিত্র নাম করার ফলে তাদের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যাঁরা অনুকূলভাবে সর্বদা ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের মুক্তি সুনিশ্চিত। পরবর্তী শ্লোকে তা স্পষ্টীকৃত হবে। কারও চেতনা যদি সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হয়, তা হলে তিনি পবিত্র হবেন এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে *ভয়েন* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রজগোপিকারা যখন গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের নিশ্চয়ই পতি, ভ্রাতা এবং পিতার দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার ভয় হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের গ্রাহ্য না করে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে অবশ্যই ভয় ছিল, কিন্তু সেই ভয় তাঁদের কৃষ্ণভক্তিকে প্রতিহত করতে পারেনি।

কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, শিশুপালের মতো বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হবে। শাস্ত্রবিধি হচ্ছে *আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্*—প্রতিকূল কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ভাব গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত কেউ যদি ভগবানের নিন্দা করে, তা হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

এই প্রকার বহু নির্দেশ রয়েছে। কখনও প্রতিকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। যদি তা করা হয়, তা হলে পবিত্র হওয়ার জন্য দণ্ডভোগ করতে হবে, অন্তত এক জন্মের জন্য। মানুষ যেমন স্বভাবতই শত্রু, বাঘ অথবা বিষাক্ত সাপকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুবরণ করতে চায় না, তেমনই নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর নিন্দা করা উচিত নয়।

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, ভগবানের শত্রুরা পর্যন্ত মুক্তিলাভ করতে পারে, সুতরাং তাঁর বন্ধুদের আর কি কথা। শ্রীল মধ্বাচার্যও নানাভাবে বলেছেন যে, মন, বাক্য অথবা কর্মের দ্বারা কখনও ভগবানের নিন্দা করা উচিত না, কেননা তাঁর ফলে ভগবৎ-নিন্দুকেরা তার পূর্ব পুরুষগণ সহ নরকে পতিত হয়।

কর্মণা মনসা বাচা যো দ্বিষ্যাদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥

ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯-২০) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন, অসুরযোনি লাভ করে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" ভগবৎ-নিন্দুকেরা আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, যার ফলে তাদের ভগবানের সেবা বিস্মৃত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১-১২) আরও বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

ভগবান মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন বলে মূঢ়, পাষণ্ডীরা ভগবানের নিন্দা করে। তারা ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

যারা ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে, তারা যা কিছু করে তা সবই ব্যর্থ হবে (*মোঘাশা*)। এই সমস্ত শত্রুরা যদি মুক্তিকামী হয়ে ব্রহ্মে লীন হতে চায়, তারা যদি সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায় অথবা তারা যদি ভগবদ্ধামেও ফিরে যেতে চায়, তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে।

হিরণ্যকশিপু যদিও ভগবানের প্রতি অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন ছিল, তবুও সে সর্বদা তার পুত্রের কথা চিন্তা করত, যিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাই, তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় হিরণ্যকশিপু ভগবানের দ্বারা উদ্ধার লাভ করেছিল।

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ ।
বিবক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কখনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করা উচিত নয়। নিজের মঙ্গলের জন্য, কখনও হিরণ্যকশিপু বা শিশুপালের অনুকরণ করা উচিত নয়। এটি সাফল্য লাভের পন্থা নয়।

শ্লোক ২৭

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২৭ ॥

যথা—যেমন; **বৈর-অনুবন্ধেন**—নিরন্তর শত্রুতাবশত; **মর্ত্য**—মরণশীল ব্যক্তি; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁতে মগ্ন; **ইয়াৎ**—লাভ করতে পারে; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার; **নিশ্চিতা**—নিশ্চিত; **মতিঃ**—মত।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে যেভাবে তাঁর চিন্তায় তন্ময় হওয়া যায়, ভক্তিযোগের দ্বারা তা লাভ করা যায় না। সেটিই আমার নিশ্চিত বিচার।

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত শ্রীল নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু শিশুপাল আদির প্রশংসা করেছেন, কারণ তাদের মন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকত। কৃষ্ণভাবনায়

মগ্ন হতে তিনি যেন নিজের অক্ষমতা অনুভব করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদের থেকে মহান। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ৫/২০৫) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশত নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে করেছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা নিজেকে অন্য সকলের থেকে দীনতর বলে মনে করেন। কোন ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে যান, তখন রাধারাণীও মনে করেন যে, সেই ভক্ত তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তেমনই নারদ মুনি বলেছেন যে, তাঁর বিচারে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে অবস্থিত, কারণ তারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন, ঠিক যেমন অত্যন্ত কামুক ব্যক্তি সর্বদা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে চিন্তা করে।

এই সম্পর্কে মূল কথা হচ্ছে যে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় প্রদর্শিত রাগমার্গের বহু ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে গোচারণ করার সময় বৃন্দাবন থেকে দূরে থাকেন, তখন মাধুর্য রসের ভক্ত গোপীরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বনে বনে ঘুরছেন সেই চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁরা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের পা এতই কোমল যে, তাঁরা তাঁর সেই চরণকমল তাঁদের কোমল স্তনে স্থাপন করতে ভয় পান। তাঁরা মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের জন্য তাঁদের স্তন যেন অত্যন্ত কঠিন স্থান। অথচ সেই কোমল পদে তিনি কণ্টকাকীর্ণ বনে বনে ভ্রমণ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকলেও গোপিকারা গৃহে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর সখাদের সঙ্গে খেলা করেন, তখন মা যশোদা কৃষ্ণের চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হন, কারণ সব সময় খেলায় মত্ত থাকার ফলে কৃষ্ণ ঠিকমতো ভোজন করেন না এবং তাঁর ফলে তিনি নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে যাবেন। এগুলি অত্যন্ত উচ্চস্তরের ভাবের দৃষ্টান্ত, যা বৃন্দাবনে কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে দেখা যায়। নারদ মুনি এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে সেই সেবার প্রশংসা করেছেন। নারদ মুনি বিশেষভাবে বদ্ধ জীবদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন যেভাবেই হোক সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকে, কারণ তা হলে তা তাদের সংসারের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় পূর্ণরূপে মগ্ন থাকাই ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ স্তর।

শ্লোক ২৮-২৯

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্ ।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২৮ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে ।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ২৯ ॥

কীটঃ—কীট; **পেশস্কৃতা**—ভ্রমরের দ্বারা; **রুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ; **কুড্যায়াম্**—দেয়ালের ছিদ্রে; **তম্**—সেই ভ্রমর; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করতে করতে; **সংরম্ভ-ভয়-যোগেন**—অত্যন্ত ভয় এবং শত্রুতার দ্বারা; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—সেই ভ্রমরের; **স্বরূপতাম্**—স্বরূপত্ব; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—ভগবান; **মায়া-মনুজে**—যিনি তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা তাঁর নররূপী নিত্য স্বরূপে আবির্ভূত হন; **ঈশ্বরে**—পরম ঈশ্বর; **বৈরেণ**—শত্রুতার দ্বারা; **পূত-পাপ্মানঃ**—পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে যারা মুক্ত হয়েছেন; **তম্**—তাঁকে; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হন; **অনুচিন্তয়া**—চিন্তার দ্বারা।

অনুবাদ

ভ্রমর কর্তৃক দেয়ালের গর্তে অবরুদ্ধ হয়ে কীট যেমন ভয় ও দ্বেষবশত কেবল ভ্রমরের স্মরণ করতে করতে ভ্রমর হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবেরা যদি কোন না কোনও মতে কেবল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তা হলে তাঁরাও তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। আরাধ্য ভগবানরূপেই হোক অথবা শত্রুভাবেই হোক, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার ফলে তাঁরা তাঁদের চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১০) ভগবান বলেছেন—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥

"আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্তি লাভ করে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্নচিত্ত ও একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে—এবং সেইভাবে সকলেই আমার চিন্ময় প্রীতি লাভ করেছে।" দুইভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা যায়—ভক্তরূপে এবং শত্রুরূপে। ভক্ত

অবশ্য তাঁর জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত হন। তেমনই, শত্রুও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে শুদ্ধ হন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" ভক্ত অবশ্যই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হয়ে তাঁর আরাধনা করেন। তেমনই, তাঁর শত্রু (*সুদুরাচারঃ*) যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তা হলে সেও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। দেওয়ালের গর্তে আবদ্ধ কীটের নিরন্তর ভ্রমরকে চিন্তা করার ফলে ভ্রমর হয়ে যাওয়ার যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তা একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। ভগবান এই জড় জগতে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য। সাধু এবং ভক্তেরা অবশ্যই নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু দুষ্কৃতী কংস এবং শিশুপালের মতো অসুরেরাও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার প্রভাবে অসুর এবং ভক্ত উভয়েই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

এই শ্লোকে *মায়ামনুজে* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর আদি চিন্ময় শক্তিতে আবির্ভূত হন (*সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*), তখন তাঁকে জড়া প্রকৃতির দ্বারা একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় না। তাই ভগবানকে ঈশ্বর বা মায়ার নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়। তিনি মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। একজন অসুর যখন নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, উপকরণ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা কর্তব্য। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*। শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম শ্রবণ করা অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করার ফলে মানুষ পবিত্র হতে পারে, এবং তাঁর ফলে তিনি তখন ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই এই পন্থাটি প্রচার করার চেষ্টা করছে, যাতে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম শ্রবণ করতে পারে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে মানুষ ক্রমশ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হবে এবং তার ফলে তার জীবন সার্থক হবে।

মন যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে, তখন জড় প্রভাব অতি শীঘ্র দূর হয়ে যায়, এবং চিন্ময় ভাব—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশিত হয়। তা পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করে যে, কেউ যদি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কেবল এই চিন্তার ফলেই তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন, এবং একজন শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবেন। তাঁর দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩১

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **কামাৎ**—কামবশত; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **কংসঃ**—রাজা কংস; **দ্বেষাৎ**—শত্রুতাবশত; **চৈদ্য-আদয়ঃ**—শিশুপাল আদি; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **সম্বন্ধাৎ**—সম্বন্ধবশত; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণি বা যাদবগণ; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **যূয়ম্**—তোমরা (পাণ্ডবেরা); **ভক্ত্যা**—ভক্তিবশত; **বয়ম্**—আমরা; **বিভো**—হে মহারাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, গোপীগণ কামবশত, কংস ভয়বশত, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাগণ শত্রুতাবশত, যদুগণ সম্বন্ধবশত, তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহবশত এবং আমরা ভক্তিবশত শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের ঐকান্তিক বাসনা অর্থাৎ ভাব অনুসারে সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি—এই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ করেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গোপীরা কামবশত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের সেই বাসনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের উপর আশ্রিত ছিল। যদিও ব্রজগোপীরা যেন পরকীয় রসে পরপুরুষের সঙ্গে তাঁদের প্রেমের সম্পর্কজনিত কামবাসনা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোন কামবাসনা ছিল না। এটিই আধ্যাত্মিক উন্নতির বৈশিষ্ট্য। তাঁদের বাসনা কাম বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা জড়-জাগতিক কাম ছিল না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে সোনা এবং লোহার সঙ্গে চিন্ময় প্রেম এবং জড় কামের তুলনা করা হয়েছে। সোনা

এবং লোহা উভয়ই ধাতু, কিন্তু তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের কামের তুলনা করা হয়েছে সোনার সঙ্গে, এবং জড় কামের তুলনা করা হয়েছে লোহার সঙ্গে।

কংস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য শত্রুরা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শত্রুদের যে গতি প্রদান করেছেন, তাঁর বন্ধু এবং ভক্তেরা কেন সেই গতি প্রাপ্ত হবেন? শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা বৃন্দাবন অথবা বৈকুণ্ঠে তাঁর নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করে সর্বদা তাঁর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তেমনই, নারদ মুনি যদিও ত্রিলোকে বিচরণ করেন, কিন্তু নারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির সম্পর্ক রয়েছে (*ঐশ্বর্যপর*)। বৃষ্ণি ও যদুদের এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণের পিতা-মাতার কৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু, বসুদেব এবং দেবকীর সম্পর্ক থেকে বৃন্দাবনে নন্দ-যশোদার সম্পর্ক অধিক শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৩২

কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৩২ ॥

কতমঃ অপি—যে কোন একটি; **ন**—না; **বেণঃ**—নাস্তিক রাজা বেণ; **স্যাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **পঞ্চানাম্**—পাঁচটির মধ্যে (পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে); **পুরুষম্**—ভগবানের; **প্রতি**—প্রতি; **তস্মাৎ**—অতএব; **কেনাপি**—কোন একটি; **উপায়েন**—উপায়ের দ্বারা; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **নিবেশয়েৎ**—স্থির করা উচিত।

অনুবাদ

কোন না কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গভীর নিষ্ঠা সহকারে চিন্তা করতে হবে। তারপর, পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি পন্থার যে কোন একটির দ্বারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব। রাজা বেণের মতো নাস্তিকেরা কিন্তু এই পাঁচটি চিন্তার মধ্যে কোন একটির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে পারেনি, তাই তাদের মুক্তি লাভ হয়নি। অতএব যে কোন উপায়েই হোক, বন্ধুভাবেই হোক অথবা শত্রুভাবেই হোক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী এবং নাস্তিকেরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের রূপকে অস্বীকার করে। এমন কি আধুনিক যুগের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিকেরা *ভগবদ্গীতা* থেকে

শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই মুক্তির পরিবর্তে তারা অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশাই ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা মনে করে, "এই কৃষ্ণ আমার শত্রু। ওকে বধ করতে হবে।" এইভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের চিন্তা করে, এবং তার ফলে তারা মুক্তি লাভ করে। অতএব, যে সমস্ত ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের রূপের চিন্তা করেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত। মায়াবাদী নাস্তিকদের একমাত্র কাজ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রূপকে অস্বীকার করা, এবং তার ফলে তারা কখনও মুক্তি লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে গর্হিত অপরাধের ফলে তারা নিরন্তর দুঃখভোগ করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*তেন শিশুপালাদিভিন্নঃ প্রতিকূলভাবং দিধীষুর্যেন ইব নরকং যাতীতি ভাবঃ* । শিশুপাল ব্যতীত যারা শাস্ত্রবিধির প্রতিকূল, তারা মুক্তি লাভ করতে পারে না। তারা নিশ্চিতভাবে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। শাস্ত্রের চরম বিধি হচ্ছে বন্ধুভাবেই হোক বা শত্রুভাবেই হোক, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে হবে।

শ্লোক ৩৩

মাতৃষ্বস্রেয়ো বশ্চৈদ্যো দন্তবক্রশ্চ পাণ্ডব ।
পার্ষদপ্রবরৌ বিষ্ণোর্বিপ্রশাপাৎ পদচ্যুতৌ ॥ ৩৩ ॥

মাতৃষস্রেয়ঃ—মাতৃষ্বসার পুত্র (শিশুপাল); **বঃ**—তোমাদের; **চৈদ্যঃ**—চেদিরাজ শিশুপাল; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **চ**—এবং; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডব; **পার্ষদ-প্রবরৌ**—দুইজন প্রধান পার্ষদ; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **পদ**—বৈকুণ্ঠলোকে তাঁদের পদ থেকে; **চ্যুত**—পতিত হয়েছে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তোমার মাতৃষ্বসার দুই পুত্র শিশুপাল এবং দন্তবক্র পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুইজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে তাঁরা বৈকুণ্ঠ থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শিশুপাল এবং দন্তবক্র সাধারণ অসুর ছিলেন না। তাঁরা পূর্বে ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদ ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই জগতে ভগবানকে তাঁর লীলায় সহায়তা করার জন্য এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশঃ কস্য বা শাপো হরিদাসাভিমর্শনঃ ।
অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **কীদৃশঃ**—কী প্রকার; **কস্য**—কার; **বা**—অথবা; **শাপঃ**—অভিশাপ; **হরি-দাস**—ভগবান শ্রীহরির সেবক; **অভিমর্শনঃ**—পরাভূত করে; **অশ্রদ্ধেয়ঃ**—অসম্ভব; **ইব**—যেন; **আভাতি**—মনে হয়; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **একান্তিনাম্**—শ্রেষ্ঠ পার্ষদরূপী ঐকান্তিক ভক্তের; **ভবঃ**—জন্ম।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রকার সেই মহা অভিশাপ, যা নিত্য মুক্ত বিষ্ণুভক্তদেরও অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং কে সেই শাপ দিয়েছিল? ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের এই জড় জগতে পুনরায় অধঃপতন তো অসম্ভব। তাই, সেই কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*—যে ব্যক্তি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের এই জড় জগতে পুনরাগমনের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিস্মিত হয়েছিলেন। এটি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

শ্লোক ৩৫

দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্ ।
দেহসম্বন্ধসম্বদ্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৫ ॥

দেহ—জড় দেহের; **ইন্দ্রিয়**—জড় ইন্দ্রিয়সমূহ; **অসু**—প্রাণ; **হীনানাম্**—বিহীন; **বৈকুণ্ঠ-পুর**—বৈকুণ্ঠের; **বাসিনাম্**—অধিবাসীদের; **দেহ-সম্বন্ধ**—জড় দেহে; **সম্বদ্ধম্**—বন্ধন; **এতৎ**—এই; **আখ্যাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠবাসীদের দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাঁদের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় অথবা প্রাণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, তাঁরা কিভাবে অভিশপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো প্রাকৃত দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কথা আপনি দয়া করে বলুন।

তাৎপর্য

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর নারদ মুনির মতো একজন মহাজন ছাড়া অন্য কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, *এতদাখ্যাতুমর্হসি*—"দয়া করে আপনি তার কারণটি আমাদের বলুন।" প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, বৈকুণ্ঠ থেকে যে ভগবৎ-পার্ষদেরা আসেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অধঃপতিত হন না। তাঁরা আসেন ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য, এবং এই জড় জগতে তাঁদের আবির্ভাব ভগবানের অবতরণের মতো। ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা, এবং তেমনই, ভগবানের ভক্ত বা পার্ষদের এই জড় জগতে অবতরণ যোগমায়ার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ভগবানের লীলার আয়োজন করেন যোগমায়া, মহামায়া নয়। তাই বুঝতে হবে যে, জয় এবং বিজয় ভগবানের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে অবতরণ করেছিলেন। অন্যথা বৈকুণ্ঠ থেকে কারও অধঃপতন হয় না।

যে সমস্ত জীব সাযুজ্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্যোতিতে থাকে, যা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের উপর আশ্রিত (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। এই প্রকার নির্বিশেষবাদী, যারা ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয় অবলম্বন করে, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সেই কথা শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"হে ভগবান, যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে কিন্তু ভক্তিপরায়ণ নয়, তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। যদিও তারা কঠোর তপস্যার প্রভাবে মুক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, তবুও পুনরায় এই জড় জগতে তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি।" নির্বিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদ হতে পারে না, এবং তাই তাদের বাসনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাদের সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি যেহেতু আংশিক মুক্তি, তাই তাদের পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। যখন বলা হয় ব্রহ্মলোক থেকে জীবের পতন হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই কথা নির্বিশেষবাদীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, জয় এবং বিজয়কে এই জড় জগতে পাঠানো হয়েছিল ভগবানের যুদ্ধ করার বাসনা পূর্ণ করার জন্য। ভগবানও কখনও কখনও যুদ্ধ করতে চান, কিন্তু ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া তাঁর সেই বাসনা কে পূর্ণ করতে পারে? জয় এবং বিজয় ভগবানের সেই বাসনা পূর্ণ করার জন্য এই জড় জগতে এসেছিলেন। তাই প্রথমে হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু রূপে, দ্বিতীয়বার রাবণ এবং কুম্ভকর্ণরূপে, তৃতীয় বার শিশুপাল এবং দন্তবক্ররূপে, তাঁদের এই তিনটি জন্মেই ভগবান স্বয়ং তাঁদের বধ করেছিলেন। অর্থাৎ, ভগবানের পার্ষদ জয় এবং বিজয় এই জড় জগতে এসেছিলেন ভগবানের যুদ্ধ করার বাসনা পূর্ণ করে তাঁর সেবা করার জন্য। অন্যথায়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বচন অনুসারে, *অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি*—বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভগবৎ-পার্ষদের পতন হওয়ার কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। জয় এবং বিজয় কিভাবে এই জড় জগতে এসেছিলেন, সেই কথা নারদ মুনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীনারদ উবাচ

একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিষ্ণুলোকং যদৃচ্ছয়া ।
সনন্দনাদয়ো জগ্মুশ্চরন্তো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **একদা**—এক সময়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বিষ্ণু**—শ্রীবিষ্ণুর; **লোকম্**—লোকে; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **সনন্দন-আদয়ঃ**—সনন্দন এবং অন্যেরা; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **চরন্তঃ**—ভ্রমণ করতে করতে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—এক সময় ব্রহ্মার চার পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে করতে ঘটনাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

পঞ্চষড়্ঢায়নার্ভাভাঃ পূর্বেষামপি পূর্বজাঃ ।
দিগ্বাসসঃ শিশূন্ মত্বা দ্বাঃস্থৌ তান্ প্রত্যষেধতাম্ ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চ-ষট্-ঢা—পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়স্ক; **আয়ন**—প্রায়; **অর্ভ-আভাঃ**—বালকের মতো; **পূর্বেষাম্**—মরীচি আদি ব্রহ্মাণ্ডের প্রবীণগণ; **অপি**—যদিও; **পূর্বজাঃ**—পূর্বজাত; **দিক্-বাসসঃ**—উলঙ্গ হওয়ার ফলে; **শিশূন্**—শিশু; **মত্বা**—মনে করে; **দ্বাঃ-স্থৌ**—দুই দ্বারপাল, জয় এবং বিজয়; **তান্**—তাঁদের; **প্রত্যষেধতাম্**—নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও সেই চারজন মহর্ষি মরীচি আদি ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রদের থেকেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবু তাঁরা ছিলেন উলঙ্গ ও দেখতে যেন পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের বালকের মতো। জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল যখন দেখলেন যে, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁদের সাধারণ বালক বলে মনে করে, তাঁরা তাঁদের প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর *তন্ত্রসারে* বলেছেন—

দ্বাঃস্থাবিত্যনেনাধিকারস্থত্বমুক্তম্
অধিকারস্থিতাশ্চৈব বিমুক্তাশ্চ দ্বিধা জনাঃ ।

বিষ্ণুলোকস্থিতাস্তেষাং বরশাপাদিযোগিনঃ ॥
অধিকারস্থিতাং মুক্তিং নিয়তং প্রাপ্নুবন্তি চ ।
বিমুক্তানন্তরং তেষাং বরশাপাদয়ো ননু ॥
দেহান্দ্রিয়াসুযুক্তশ্চ পূর্বং পশ্চান্ন তৈর্যুতাঃ ।
অপ্যভিমানিভিস্তেষাং দেবৈঃ স্বাত্মোত্তমৈর্যুতাঃ ॥

এই শ্লোকগুলির সারমর্ম হচ্ছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎ-পার্ষদেরা নিত্যমুক্ত। তাঁদের অভিশাপ দেওয়া হলে বা আশীর্বাদ করা হলেও, তাঁরা সর্বদাই মুক্তই থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। বৈকুণ্ঠলোকে মুক্তিপদ লাভ করার পূর্বে তাঁদের জড় দেহ ছিল, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার পর তাঁদের আর সেই জড় দেহ থাকে না। তাই ভগবানের পার্ষদেরা অভিশপ্ত হয়ে এই জড় জগতে এসেছেন বলে মনে হলেও তাঁরা সর্বদা মুক্তই থাকেন।

শ্লোক ৩৮

অশপন্ কুপিতা এবং যুবাং বাসং ন চার্হথঃ ।
রজস্তমোভ্যাং রহিতে পাদমূলে মধুদ্বিষঃ ।
পাপিষ্ঠামাসুরীং যোনিং বালিশৌ যাতমাশ্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

অশপন্—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **যুবাম্**—তোমরা দুজন; **বাসম্**—বাসস্থান; **ন**—না; **চ**—এবং; **অর্হথঃ**—যোগ্য; **রজঃ-তমোভ্যাম্**—রজ এবং তমোগুণ থেকে; **রহিতে**—মুক্ত; **পাদ-মূলে**—শ্রীপাদপদ্মে; **মধু-দ্বিষঃ**—মধুসূদন বিষ্ণুর; **পাপিষ্ঠাম্**—মহাপাপী; **আসুরীম্**—আসুরিক; **যোনিম্**—যোনিতে; **বালিশৌ**—হে মূর্খদ্বয়; **যাতম্**—যাও; **আশু**—শীঘ্র; **অতঃ**—অতএব।

অনুবাদ

এইভাবে জয় এবং বিজয় নামক দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে, সনন্দন আদি মহর্ষিগণ অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে তাঁদের অভিশাপ দিলেন—"হে মূর্খ দ্বারপালদ্বয়, তোমরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তোমরা নির্গুণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকার অযোগ্য। তোমরা এক্ষুণি জড় জগতে পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।"

শ্লোক ৩৯

এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ তৌ কৃপালুভিঃ ।
প্রোক্তৌ পুনর্জন্মভির্বাং ত্রিভির্লোকায় কল্পতাম্ ॥ ৩৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপ্তৌ**—অভিশপ্ত হয়ে; **স্ব-ভবনাৎ**—তাঁদের বাসস্থান বৈকুণ্ঠলোক থেকে; **পতন্তৌ**—অধঃপতিত হয়ে; **তৌ**—তাঁরা দুজন (জয় এবং বিজয়); **কৃপালুভিঃ**—সনন্দন আদি কৃপালু ঋষিদের দ্বারা; **প্রোক্তৌ**—বলেছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্মভিঃ**—জন্মের পর; **বাম্**—তোমরা; **ত্রিভিঃ**—তিন; **লোকায়**—পদের জন্য; **কল্পতাম্**—সম্ভব হোক।

অনুবাদ

এইভাবে মহর্ষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জয় এবং বিজয় যখন জড় জগতে পতিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ঋষিরা বলেছিলেন—"হে দ্বারপালগণ, তিন জন্মের পর তোমরা আবার বৈকুণ্ঠলোকে তোমাদের পদে ফিরে আসবে। তখন তোমাদের শাপের কাল সমাপ্ত হবে।"

শ্লোক ৪০

জজ্ঞাতে তৌ দিতেঃ পুত্রৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ ।
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

জজ্ঞাতে—জন্মগ্রহণ করেছিল; **তৌ**—তাঁরা দুজনে; **দিতেঃ**—দিতির; **পুত্রৌ**—পুত্র দুইজন; **দৈত্য-দানব**—দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা; **বন্দিতৌ**—পূজিত হয়েছিল; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

ভগবানের এই দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দিতির পুত্ররূপে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ ছিল। তারা দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পূজিত ছিল।

শ্লোক ৪১

হতো হিরণ্যকশিপুর্হরিণা সিংহরূপিণা ।
হিরণ্যাক্ষো ধরোদ্ধারে বিভ্রতা শৌকরং বপুঃ ॥ ৪১ ॥

হতঃ—নিহত; হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; হরিণা—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; সিংহ-রূপিণা—সিংহরূপে (ভগবান নৃসিংহদেব রূপে); হিরণ্যাক্ষঃ—হিরণ্যাক্ষ; ধরা-উদ্ধারে—পৃথিবীকে উত্তোলন করতে; বিভ্রতা—ধারণ করে; শৌকরম্—শূকরের মতো; বপুঃ—রূপ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবান যখন বরাহরূপ ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং ভগবান বরাহদেব তখন তাকে সংহার করেন।

শ্লোক ৪২

হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং প্রহ্লাদং কেশবপ্রিয়ম্ ।
জিঘাংসুরকরোন্নানা যাতনা মৃত্যুহেতবে ॥ ৪২ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; পুত্রম্—পুত্র; প্রহ্লাদম্—প্রহ্লাদ মহারাজ; কেশব-প্রিয়ম্—কেশবের প্রিয় ভক্ত; জিঘাংসুঃ—বধ করতে ইচ্ছা করে; অকরোৎ—করেছিল; নানা—বিবিধ; যাতনাঃ—যন্ত্রণা; মৃত্যু—মৃত্যু; হেতবে—কারণে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য তাঁকে নানাভাবে যাতনা দিয়েছিল।

শ্লোক ৪৩

তং সর্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনম্ ।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশক্নোদ্ধন্তুমুদ্যমৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তম্—তাঁকে; **সর্ব-ভূত-আত্ম-ভূতম্**—সর্বভূতের আত্মা; **প্রশান্তম্**—শান্ত এবং বিদ্বেষ আদি বৈরীভাব রহিত; **সম-দর্শনম্**—সকলের প্রতি সমদর্শী; **ভগবৎ-তেজসা**—ভগবানের শক্তিতে; **স্পৃষ্টম্**—সুরক্ষিত; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সমর্থ হয়েছিল; **হন্তুম্**—বধ করতে; **উদ্যমৈঃ**—বিবিধ উপায়ের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান সর্বভূতের পরমাত্মা, প্রশান্ত এবং সমদর্শী। মহান ভক্ত প্রহ্লাদ যেহেতু ভগবানের শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই হিরণ্যকশিপু নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে বধ করতে পারেনি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সর্বভূতাত্মভূতম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—ভগবান সকলেরই হৃদয়ে সমভাবে বিরাজমান। তাই তিনি কারও বন্ধু নন বা কারও শত্রু নন। তাঁর কাছে সকলেই সমান। যদিও কখনও কখনও দেখা যায় তিনি কাউকে দণ্ড দিচ্ছেন, তাঁর সেই দণ্ড পুত্রের মঙ্গলের জন্য পিতার দণ্ডদানের মতো। ভগবানের দণ্ডদানও ভগবানের সমদর্শিতারই প্রকাশ। তাই ভগবানকে এখানে *প্রশান্তং সমদর্শনম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ভগবানকে যথাযথভাবে তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করতে হয়, তবু তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতেই সমভাবাপন্ন। তিনি সকলেরই প্রতি সমদর্শী।

শ্লোক ৪৪

ততস্তৌ রাক্ষসৌ জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্বলোকোপতাপনৌ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—তারপর; **তৌ**—সেই দুই দ্বারপাল (জয় এবং বিজয়); **রাক্ষসৌ**—রাক্ষসদ্বয়; **জাতৌ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **কেশিন্যাম্**—কেশিনীর গর্ভে; **বিশ্রবঃ-সুতৌ**—বিশ্রবার পুত্র; **রাবণঃ**—রাবণ; **কুম্ভকর্ণঃ**—কুম্ভকর্ণ; **চ**—এবং; **সর্ব-লোক**—সকলকে; **উপতাপনৌ**—কষ্ট দিয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয় কেশিনীর গর্ভে বিশ্রবার পুত্ররূপে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের প্রবল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ৪৫

তত্রাপি রাঘবো ভূত্বা ন্যহনচ্ছাপমুক্তয়ে ।
রামবীর্যং শ্রোষ্যসি ত্বং মার্কণ্ডেয়মুখাৎ প্রভো ॥ ৪৫ ॥

তত্র অপি—তখন; রাঘবঃ—রামচন্দ্ররূপে; ভূত্বা—প্রকট হয়ে; ন্যহনৎ—হত্যা করেছিলেন; শাপ-মুক্তয়ে—শাপ থেকে মুক্ত করার জন্য; রাম-বীর্যম্—শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্য; শ্রোষ্যসি—শ্রবণ করবে; ত্বম্—তুমি; মার্কণ্ডেয়-মুখাৎ—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখ থেকে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্, ব্রাহ্মণদের অভিশাপ থেকে জয় এবং বিজয়কে মুক্ত করতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ এবং কুম্ভকর্ণকে বধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তুমি মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্যের কাহিনী শ্রবণ করবে।

শ্লোক ৪৬

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব ।
অধুনা শাপনির্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥ ৪৬ ॥

তৌ—তারা দুজন; অত্র—এখানে, তৃতীয় জন্মে; ক্ষত্রিয়ৌ—ক্ষত্রিয় বা রাজা; জাতৌ—জন্মগ্রহণ করেছে; মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ—মাতৃষ্বসার পুত্র; তব—তোমার; অধুনা—এখন; শাপ-নির্মুক্তৌ—শাপমুক্ত হয়ে; কৃষ্ণ-চক্র—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের দ্বারা; হত—বিনষ্ট; অংহসৌ—যাদের পাপ।

অনুবাদ

জয় এবং বিজয় তাদের তৃতীয় জন্মে তোমার মাতৃষ্বসার পুত্ররূপে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রের আঘাতে তাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় তারা এখন শাপমুক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

জয় এবং বিজয় তাঁদের শেষ জন্মে অসুর বা রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অতি উচ্চ ক্ষত্রিয়কুলে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মাসতুত ভাইরূপে প্রায় তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন-চক্রের দ্বারা স্বয়ং তাঁদের বধ করে, ব্রাহ্মণের অভিশাপজনিত যা কিছু পাপ অবশিষ্ট ছিল তা বিনাশ করেছিলেন। নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে শিশুপাল ভগবানের পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠলোকে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন। এই ঘটনা সেখানে উপস্থিত সকলেই দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্ ।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ ৪৭ ॥

বৈর-অনুবন্ধ—শত্রুতার বন্ধন; **তীব্রেণ**—তীব্র; **ধ্যানেন**—ধ্যানের দ্বারা; **অচ্যুত-সাত্মতাম্**—অচ্যুত ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে; **নীতৌ**—প্রাপ্ত হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **পার্শ্বম্**—সান্নিধ্য; **জগ্মতুঃ**—তারা প্রাপ্ত হয়েছিল; **বিষ্ণু-পার্ষদৌ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপাল পার্ষদ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দীর্ঘকাল ধরে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিলেন। এইভাবে নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করার ফলে, তাঁরা পুনরায় ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যে অবস্থায় থাকুন না কেন, জয় এবং বিজয় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতেন। তাই মৌষল-লীলার পর তাঁরা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং নারায়ণের শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব যদিও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপালরূপে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মাধ্যমে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

বিদ্বেষো দয়িতে পুত্রে কথমাসীন্মহাত্মনি ।
ব্রূহি মে ভগবন্ যেন প্রহ্লাদস্যাচ্যুতাত্মতা ॥ ৪৮ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **বিদ্বেষঃ**—বিদ্বেষ; **দয়িতে**—তাঁর প্রিয়; **পুত্রে**—পুত্রের প্রতি; **কথম্**—কিভাবে; **আসীৎ**—ছিল; **মহাত্মনি**—মহাত্মা প্রহ্লাদ; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে; **ভগবন্**—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ; **যেন**—যার দ্বারা; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অচ্যুত**—অচ্যুতের প্রতি; **আত্মতা**—মহান আসক্তি।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু নারদ মুনি, প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপু কেন এই প্রকার বিদ্বেষী ছিল? প্রহ্লাদ মহারাজ কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহান ভক্ত হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি তা আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদের বলা হয় *অচ্যুতাত্মা*, কারণ তাঁরা প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। *অচ্যুত* শব্দে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বোঝায়। ভক্তেরা অচ্যুতের প্রতি আসক্ত বলে তাঁদের বলা হয় *অচ্যুতাত্মা*।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।